দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25. APR. 1988
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গঃ সেশনজট

সেশনজট বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীসহ অভিভাবক মহলের বিশেষ একটি আলোচ্য বিষয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সেশনজট এখন নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা এবং সেশনজট ওৎপ্রোতোভাবে জড়িত। শিক্ষা যেখানে সেশনজট বর্তমানে সেখানেই অবস্থান করছে। পত্র-পত্রিকার পাতায় চোখ বুলালে সেশনজট-এর উপর নানা ধরনের লেখা দেখা যায়। এবং তা থেকেই বোঝা যায় এ সমস্যা আমাদের রাহুগ্রাসের মতই গ্রাস করছে।

শিক্ষিত হতে চাওয়া এবং শিক্ষিত হওয়া যে কত তফাৎ বাস্তবে তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। দশ বছরে আগে যে রেজাল্টে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যেত, সে রেজাল্টেই এখন ভর্তির দরখাস্ত করা যায় না। কালপ্রবাহে সবকিছুতে এসেছে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন। যথাযথ রেজাল্ট নিয়ে যদি কেউ এসব স্থানে ভর্তিই হলেন, তারপর তীর্থের কাকের মত প্রতীক্ষা করতে হয় ক্লাস শুরুর জন্য। সে প্রতীক্ষা যে কত দীর্ঘ, কত বিরক্তিকর তা বর্ণনাতীত।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সেশনজট নেই বললেই চলে। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পর থেকে শুরু হয় এই সেশনজটের পালা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিত জনগণ জাতির ঐতিহ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ সময়ে শিক্ষা গ্রহণে বাঁধা সৃষ্টি হলেই সর্বক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এবং এ জটিলতার উৎস সেশনজট থেকে।

আমরা যদি প্রত্যেকেই সচেতন হই এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই তাহলে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আমরা বাঁধামুক্ত ও সুশৃঙ্খল হিসেবে দেখতে পাবো সমগ্র শিক্ষাঙ্গন।

—ইকবাল বাহার সিদ্দিকী

দশকাহানিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়

শেরপুর জেলার সদর উপজেলাধীন ২নং চরকেশবপুর ইউনিয়নের দশকাহানিয়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্কুলটি কৃতিত্বের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। ৫০ শতাংশ জমির উপর অবস্থিত ৬০ ফুট বারান্দাসহ দৈর্ঘ্যের একটি টিনের ঘরের মধ্যে স্কুলের ক্লাস চলে আসছে।

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তিনশতাধিক। ৫ জন শিক্ষক প্রায় এক যুগ ধরে বিনা বেতনে শিক্ষকতা করে আসছেন। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রাক্তন এমপি, তৎকালীন সার্কেল অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী শিক্ষা অফিসারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কয়েক দফা পরিদর্শন করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বারবার আশ্বাস দেয়ার পরও স্কুলটি আজও সরকারীকরণ করা হয়নি। অথচ এর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েও অনেক স্কুল সরকারী হয়েছে। গ্রামের উৎসাহী ও দানশীল ব্যক্তিদের অনুদানের উপর নির্ভর করেই স্কুলটি আজও টিকে আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রায় ২০০০ অধিবাসী অধ্যুষিত এই দশকাহানিয়া গ্রামের চারপাশে খালবিল থাকায় গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা পাশের অন্য গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। এ কারণেই উক্ত গ্রামের প্রায় ৩০০/৪০০ ছাত্র-ছাত্রীর পড়ালেখার জন্য স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বেসরকারী থাকার কারণে এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকরা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সম্পদের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

তবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক "সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প"-এর বই দেয়া হচ্ছে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য।

এমতাবস্থায় স্কুলটি অনতিবিলম্বে সরকারীকরণ না করলে স্কুলটিকে টিকিয়ে রাখা এলাকাবাসীর পক্ষে সম্ভব হবে না। ফলে, গ্রামের অধিকাংশ শিশুই লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হবে যা জাতির পক্ষে অকল্যাণকর।

সরকার "দু'হাজার সালে সবার জন্য শিক্ষা" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এটি দরিদ্র গ্রামবাসীর ছেলে-মেয়েদের জন্য পরম সৌভাগ্য।

অতএব স্কুলটি সরকারীকরণ করে দরিদ্র গ্রামবাসীদের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ প্রদানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি দেয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

—এ. কে. এম. আলিফ উল্লাহ আহসান